দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB

ঢাকা মঙ্গলবার, ২০ অগ্রহায়ণ ১৪১৪, ৪ ডিসেম্বর ২০০৭

ব্য • ব • সা • বা • ণি • জ্য

মুদ্রাস্ফীতি ঃ কারণ ও প্রতিকার

ডঃ এম আজিজুর রহমান

পৃথিবীর যে কোন উন্নয়নশীল দেশেই উন্নয়নের সাথে সাধারণ নিয়মে কিছু কিছু মুদ্রাস্ফীতি হয়ে থাকে, যাকে প্রাকৃতিক মুদ্রাস্ফীতি বলে। এ মুদ্রাস্ফীতির গড়পরতা হার কমবেশী ৫%। মুদ্রাস্ফীতির হার ৫% অতিক্রম করলে দেশের পণ্যসামগ্রীর সামগ্রিক চাহিদা, সরবরাহ এবং ভোক্তা ও সাধারণ ভোক্তা বিভিন্নভাবে যথেষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকে। বাংলাদেশে বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির হার প্রায় ১৩%-এর বেশী। আমরা আশঙ্কা করছি যে, অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণের মাধ্যমে এর দ্রুত প্রতিকার না করতে পারলে এ হার আগামী বছরের মাঝামাঝি ২ অংক অতিক্রম করে যাবে। এমনি অবস্থায় দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে আরও অস্থিরতা ও ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে।

মুদ্রাস্ফীতির বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে অর্থনীতি ও দেশবাসী বিভিন্নভাবে আক্রান্ত হচ্ছে। অপ্রত্যাশিতভাবে বিভিন্ন গ্রুপের উপার্জনের পুনর্বিন্যাস হচ্ছে। গরীব আরও গরীব হচ্ছে। ধনী আরও ধনী হচ্ছে যা উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নে বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা অনেক কমে গেছে। পূর্বের মত যথেষ্ট পরিমাণ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে না পেরে জনজীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দুঃখজনকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। দেশের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবামূলক কার্যক্রমের সামগ্রিক চাহিদা ও সরবরাহ অনেক হ্রাস পেয়েছে।

একটি দেশের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডের যোগান দেয় সে দেশের কৃষি ও শিল্পসহ সব ধরনের ব্যবসায়িক সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গ। উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা অনেক কাঁচামালসহ তেল ও জ্বালানি বিদেশ থেকে আমদানী করে থাকি। তেল ও জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধির কারণে ইদানীং বিশ্বজুড়ে মুদ্রাস্ফীতির আত্মপ্রকাশ ঘটছে। আমাদের দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন খরচও আগের তুলনায় বেড়েছে। শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধির জন্য সর্বক্ষণ চাপ প্রয়োগ করছে। উৎপাদনকারীরা উৎপাদনের বাড়তি খরচ ভোক্তার কাছ থেকে নেয়ার জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসহ প্রায় সব ধরনের দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে।

নিম্ন আয়ের ভোক্তারা শুধুমাত্র নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ছাড়া আর কোন কিছুই ক্রয় ও ভোগের জন্য এ মুহূর্তে ভাবতে পারছে না। বাজার পরিস্থিতির এ মন্দাভাবের কারণে উদ্যোক্তারা উৎপাদনে আগ্রহ ও উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। দেশের দ্রব্যসামগ্রীর সামগ্রিক চাহিদা, উৎপাদন ও সরবরাহ বিশেষভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ায় জাতীয় উৎপাদন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। এর শেষ পরিণতি কি হবে তা এদেশের অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদগণ নির্ণয় করতে পারছেন না।

বাংলাদেশ একটি আমদানী নির্ভরশীল অর্থনীতির দেশ। প্রতিবেশী দেশগুলো বিশেষ করে ভারত থেকে আমাদের অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানী করতে হয়। চাল, ডাল, বিভিন্ন ধরনের মশলা এবং দৈনন্দিন ব্যবহারযোগ্য এই জনবহুল দেশের মেয়েদের শাড়ী ও থ্রি-পিস ভারত থেকে আমাদানী করতে হয়। বিশ্বব্যাপী তেল ও জ্বালানি মূল্যস্ফীতির কারণে আমাদের আমদানীকৃত দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যও অনেক বেড়ে গেছে।

পোশাক শিল্প ও হিমায়িত মাছসহ আমরা বেশকিছু দ্রব্যসামগ্রী রফতানীর সৌভাগ্য ইতোমধ্যেই অর্জন করতে পেরেছি। কিন্তু আমাদের বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির কারণে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় আমাদের আসন অনেক নিচে। ফলে দেশের রফতানী খাত বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বিদেশী বিনিয়োগ চার ভাগের এক ভাগ কমে গেছে। এ প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে যোগ হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ- ভয়াবহ বন্যা, নদী ভাঙ্গন, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড় যা আমন ধান ও মৌসুমী শস্য উৎপাদনকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

দুর্নীতি ও দুর্নীতি দমনে তাড়াহুড়া করে ত্বরিত কার্যক্রম হাতে নেয়ায় বিভিন্ন খাতের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীগণ বিনিয়োগে আস্থা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন। নতুন নতুন শিল্পকারখানার প্রতিষ্ঠা বা সমৃদ্ধি আগের বছরের তুলনায় অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। চিন্তা করতে অবাক লাগে, অনেক ব্যবসায়ী ভয়ভীতিগ্রস্ত। তারা চাল ও সারের মত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর আমদানী কমিয়ে দিয়েছেন। ফলে সাধারণ কৃষক ও ভোক্তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাবে দুর্ভোগ বেড়েছে। টাকার অবমূল্যায়ন ও এর বিনিময় হার বিশেষভাবে কমে যাওয়ার কারণে সাধারণ ভোক্তাগণ বিদেশী দ্রব্য আগের মত ভোগ করতে পারছেন না।

একটি দেশে বিভিন্ন কারণে মুদ্রাস্ফীতি ঘটতে পারে। তবে এর প্রধান তিনটি কারণ হচ্ছে- চাহিদা-ত্বরিত (Demand pull), খরচের ঊর্ধ্বগতি (Cost push) এবং সম্প্রসারিত অর্থনৈতিক পলিসি। সম্প্রসারিত অর্থনৈতিক পলিসির অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে সম্প্রসারিত মুদ্রা সরবরাহ (Expansionary monetary policy) ও সরকারের সম্প্রসারিত রাজস্বনীতি (Expansionary fiscal Policy)।

বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির প্রধান কারণ হচ্ছে বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি যা তেল ও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির কারণে ঘটেছে। সংক্ষেপে আমরা একে কস্টপুশ ইনফ্লেশন Cost push inflation) বা উৎপাদন খরচের ঊর্ধ্বগতিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলতে পারি। উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীরা বাড়তি খরচে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর ক্ষতিপূরণের জন্য ভোক্তাদের কাছে উচ্চ দামে জিনিস বিক্রি করছেন।

সত্যিকথা বলতে কি, বিশ্বব্যাপী জ্বালানি ও ভোজ্যতেলের মূল্যবৃদ্ধি, আমদানীকৃত দ্রব্যমূল্যের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি এবং দেশে উৎপাদন খরচের ঊর্ধ্বগতির কারণে বাংলাদেশের দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির ওপর আমাদের প্রত্যেক্ষ নিয়ন্ত্রণ নেই বললেই চলে। আমাদের বিশেষভাবে যা করণীয় তা হচ্ছে, উৎপাদন কৌশলের উন্নয়ন, উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নয়ন, নতুন নতুন উৎপাদন ব্যবস্থার আবিষ্কার। এদেশের মানুষকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রকৃত মানবসম্পদে পরিণত করে সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে মাথাপিছু দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বাড়াতে হবে। এতে করে জিনিসের গড়পরতা উৎপাদন খরচ (Average cost of Production) হ্রাস পাবে। এদেশের জনগণ আবার পূর্বের ন্যায় কম মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারবে। হারানো সুখ-সমৃদ্ধি ফিরে আসবে। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অস্থিতরতা একটি সামগ্রিক ঘটনা যা দূরীভূত হবে। যেহেতু বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি চাহিদা ত্বরিত নয়, এর বেশির ভাগ হচ্ছে খরচের ঊর্ধ্বগতি জনিত (Cost push inflation) আমরা সরকারের বিদেশী উপদেশ যেমন (Contractionary monitory policy and tight credit policy) ইত্যাদি উপেক্ষা করবো। আসলে আমাদের যা করা দরকার তাহল সম্প্রসারিত মুদ্রানীতি (Expansionary monetary policy) গ্রহণ করা, অথবা সম্প্রসারিত রাজস্বনীতি নেয়া। অথবা এ দুয়ের সমন্বয়ে এমন একটি সম্মিলিত পলিসি নেয়া যাতে করে এদেশের অর্থনীতি ত্বরিত গতিতে সম্প্রসারিত হয় এবং দেশের সাধারণ জনগণ তাদের হারানো ক্রয়ক্ষমতা ফিরে পায়। তাহলে দেশের দ্রব্যসামগ্রীর সামগ্রিক চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যের পরিবেশ সৃষ্টি হবে। এতে করে দেশে বিনিয়োগ বাড়বে, কম মূল্যে দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যাবে এবং বিদেশে রফতানী করা যাবে।

যেহেতু বাংলাদেশ একটি আমদানী নির্ভরশীল দেশ, সেহেতু অতিরিক্ত পদক্ষেপ হিসেবে সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে টাকার বিনিময় হার বাড়িয়ে তা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। তাহলে বিদেশ থেকে আমদানীকৃত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী কম মূল্যে ক্রয় করা যাবে এবং নিম্ন আয়ের ক্রেতাদের একটু আয়েশ হবে।

লেখক ঃ ভাইস চ্যান্সেলর এবং চীফ এডভাইজার ইনস্টিটিউট অব পলিসি রিসার্চ (আইপিআর), উত্তরা ইউনিভার্সিটি।